স্মৃতির সরণি বেয়ে

শহিদদের প্রেরণা প্রতিহত করবে জল্লাদদের জঙ্গলরাজ

Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৩ ফেব্রুয়ারি , ২০১৬

৩৯ বর্ষ ৮ সংখ্যা ২২ ফেব্রুয়ারি,২০১৬, সোমবার, ৯ ফাল্গুন,১৪২২

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণার উৎস শহিদ প্রদীপ তা ও শহিদ কমল গায়েন। এই দুই বীর শ্রমিকদের দেশব্যাপী হরতালের সর্মথনে মিছিল ও প্রচার করতে গিয়ে তৃণমূলি ঘাতকের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন এই শহরের সন্নিকটে দেওয়ানদিঘিতে ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখে। খুনি ঘতকরা পৈশাচিক উল্লাসে নৃশংসতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে থেঁতলে-থেঁতলে খুন করেছিল শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের আপনজন প্রদীপ তা ও কমল গায়েনকে প্রকাশ্য দিবালোকে। প্রতি বছর এই দুই শহিদের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় ২২ ফেব্রুয়ারি সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে। এবারে এদিন স্মরণসভা হবে সংস্কৃতি লোকমঞ্চে দুপুর সাড়ে তিনটেয়। এবারে সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও সি পি আই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দীপক দাশগুপ্ত ও অন্যান্য রাজ্য ও জেলা নেত্রীবৃন্দ।

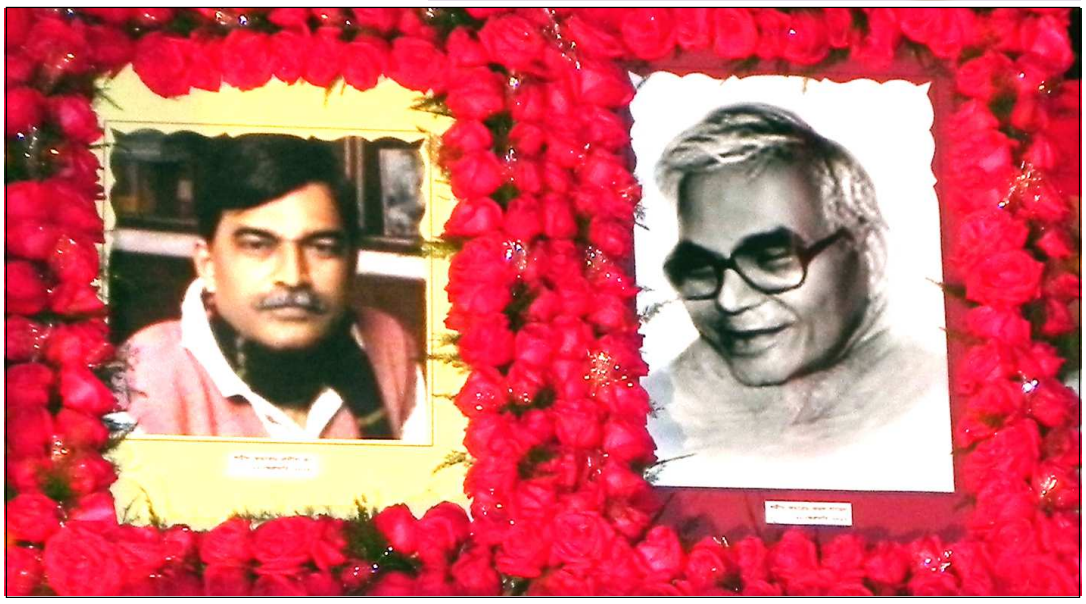

সি পি আই(এম) নেতা প্রদীপ তা ও কমল গায়েনকে পৈশাচিক হত্যা : শোকস্তব্ধ বর্ধমান

গ্রেপ্তার ৪ তৃণমূলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ ফেব্রুয়ারি : গরিব মানুষের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং বুক চিতিয়ে লড়তে গিয়ে নৃশংশ ভাবে খুন হতে হল বর্ধমান সদর জোনালের দুই প্রিয় সি পি আই(এম) নেতা প্রদীপ তা(৫৬) ও কমল গায়েন(৭২)কে। ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তিন তিন বার আক্রমণ করে সি আই টি ইউ নেতা প্রদীপ তা, কমল গায়েন। এরপর দেওয়ানদীঘিতে ফিরে যান ঐ দুই নেতা। থানায় ডায়েরিও করেন। সকালের ঘটনার পরই এক ভ্যান পুলিশ যায়। ওদিকে তখন তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের ছক আঁটা হয়ে গেছে খুন করার। মহিলারা স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল বার করে ঘটনার প্রতিবাদে। সি পি আই(এম) ... নেতা ...

সে দিনের শোক মিছিল

শোকার্ত পরিজন, পার্টি পরিবার ও সাধারণ জন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভালোবাসা ও আবেগে শহিদ স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ ফেব্রুয়ারি : আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১ ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি। পালিত হল জেলা জুড়ে নানান অনুষ্ঠানে। বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠান এদিন স্মরণ করলেন ভাষা দিবসের অমর শহিদদের।

আজ বর্ধমান জেলার সর্বত্রই ভাষা শহিদদের স্মরণ করা হলো নানান বর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। বর্ধমানে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, জনবাদী লেখক সংঘ ও পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী লোকশিল্পী সংঘের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় কার্জন গেট থেকে বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগার পর্যন্ত। মিছিলে অংশ নেন শহরের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ। পদযাত্রা শেষে শহিদ স্মরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় জেলা গ্রন্থাগার সভাকক্ষে। শহরের বিশিষ্ট শিল্পী, বাচিক শিল্পী, কবি ও গায়করা কবিতাপাঠ, গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। বিকেলে নতুন চিঠি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় মাতৃভাষা দিবস স্মরণ অনুষ্ঠান। তিনকোনিয়ার জাগরী সভাগৃহে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নতুন চিঠি'র সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, ভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অলোক চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুধীর রায় প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন কামাক্ষ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত ঘোষ, অংশুমান কর, সুকৃতি ঘোষাল, আবু মণিরুদ্দিন চৌধুরী, কাকলি ঘোষ প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডা. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, মনিকা ঠাকুর, পুজন সেনগুপ্ত, সুমন্ত্র ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নতুন চিঠি'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুনীল সাঁই, অধ্যাপক হরিহর ভট্টাচার্য, দেবেশ ঠাকুর প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অরুণ মজুমদার।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ও বর্ধমান শিশু নিকেতন হাইস্কুলের সহযোগিতায় ভাষা দিবস পালিত হয় শিশু নিকেতন বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে।

জে এন ইউ : প্রতিবাদ জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২০ ফেব্রুয়ারি : জে.এন.ইউ-এর ছাত্রনেতা কানহাইয়া কুমারের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে পথে নামলো জেলার ছাত্র-যুব, আইনজীবী সহ সর্বস্তরের মানুষ।

১৮ ফেব্রুয়ারি এস. এফ. আই বর্ধমানের কার্জনগেটে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভের শেষে দাহ করল প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশ-পুত্তলিকা। এদিন দুর্গাপুরে জে এন ইউ-র সংগ্রামের সমর্থনে ছাত্র-যুবদের প্রতিবাদ ও সংহতি মিছিল সংগঠিত হয়।

১৭ ফেব্রুয়ারি জেলায় সর্বত্র আদালত চত্বরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদসভা করেন আইনজীবীরা। বর্ধমান শহরের কোর্ট চত্বরে এদিন সংগঠনের পক্ষে সম্পাদক বিষ্ণুপ্রসাদ শীল, বিশ্বরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রদীপ আইচ, কাশেম আলি মণ্ডল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। শতাধিক আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। এদিন দুর্গাপুরে কোর্ট চত্বরেও বিক্ষোভ দেখালেন আইনজীবীরা।

২০ ফেব্রুয়ারি সি পি আই(এম)-এর কালনা-১নং দক্ষিণ লোকাল কমিটির উদ্যোগে মিছিল শুরু হয় নিভুজী মোড় থেকে। তিন কিমি পথ হেঁটে মিছিল শেষ হয় তামাতশাপুরে গিয়ে। মিছিলের নেতৃত্ব দেন গৌতম দত্ত, অশোক দাস, হালিম শেখ, মানস রায় প্রমুখ।

নতুন চিঠি

২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

শাসক-শ্রেণির অপকৌশল প্রতিহত করুন

রাজধানী দিল্লি উত্তপ্ত। অন্যায় ভাবে জে এন ইউ-র ছাত্রনেতা কানহাইয়া কুমারকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। সমস্তরকম গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে ধুলিসাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকে একাজ করা হয়েছে তাতে সোচ্চার হয়েছে আসমুদ্র হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী। এমনকি এর আঁচ পড়েছে বিদেশেও। চরম অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাচ্ছে শাসকদলের প্রতিটি পদক্ষেপে। এ নিয়ে দেশজোড়া প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সামিল হচ্ছেন গণতন্ত্রপ্রিয়, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ।

বিগত দেড় বছরের মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত উদারীকরণ নীতির ফলে মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধছে। মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফিতি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নাভিশ্বাস তুলেছে। মানুষ ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। বিক্ষোভের পথে পা বাড়াচ্ছেন। সেই বিক্ষোভগুলিকে শাসকশ্রেণি নানা কৌশলে ভিন্ন রূপ দিতে চাইছে। হরিয়ানা জ্বলছে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অগ্নিগর্ভ। রাজ্যেও এর আঁচ পরছে। সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উদারীকরণনীতির ফলে আজ সমগ্র দেশের মানুষ নানান ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ সেই বিক্ষোভগুলি যাতে সুসংহত রূপ না নিতে পারে তার জন্যও নিত্য নৈমিত্তিক কৌশল নিয়ে বিক্ষোভগুলিকে বিপথে চালিত করা হচ্ছে। কোথাও জাতের নামে, কোথাও ধর্মের নামে বা কোথাও বর্ণের নামে। বামপন্থীরা এর বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদে এগিয়ে আসছেন। কলে-কারখানা থেকে মাঠে-ময়দানে শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষের ঐক্যকে গড়ে তুলে এই অপরাজনীতির বিরুদ্ধে যেমন সরব হচ্ছেন, তেমনি সর্বস্তরে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের ঐক্যকে গড়ে তুলে এই উদারীকরণ নীতি ও তার বিভিন্ন অভিধার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন। বি জে পি সরকারের নখদাঁত আজ বেরিয়ে পড়ছে, তারা সাধারণ মানুষের উপর তাদের আক্রমণকে তীব্র করছে। এর প্রতিরোধে বামপন্থীদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

চিত্তরঞ্জন-সালানপুরে রেশন নিয়ে নাজেহাল এলাকার মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : এমনিতেই সরকারি বেসরকারি শিল্পের অবস্থা শোচনীয় সালানপুর শিল্পাঞ্চলে। হিন্দুস্তান কেবলসকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে নরেন্দ্রমোদী সরকারের দপ্তরে। সালানপুরের দেন্দুয়া কল্যাণেশ্বরী শিল্পাঞ্চলের বেশ কটি ছোট কারখানা বন্ধ। তার সাথে বাড়তি বিড়ম্বনা খাদ্য সুরক্ষার নামে রাজ্য সরকারের রেশন নীতি। ডিজিটাল রেশন কার্ডের নামে সালানপুরের ৫৯ শতাংশ মানুষ রেশনের আওতা থেকে বাদ পড়েছেন। এর মধ্যে রয়েছেন বহু আদিবাসী, গরিব মানুষ। অন্যদিকে ১৯৬৫-তে তীব্র লড়াই-এর পর চিত্তরঞ্জন রেল শহরের বাসিন্দাদের জন্য চালু হয়েছিল সংশোধিত রেশন ব্যবস্থা। রাজ্য সরকারের নতুন রেশন নীতিতে এখানকার ৫৮ হাজার রেশন কার্ড (সংশোধিত) বাতিল হয়ে মাত্র ১৪৩৩ জনের ডিজিটাল কার্ড এসেছে। ফলে এখানে রেশন সরবরাহের দায়িত্বে থাকা সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত কর্মচারীদের আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি গোটা রাজ্যের সাথে সালানপুর বিডিও অফিসে বি পি এম ও-র ডাকে রেশন নিয়ে বিক্ষোভ দেখান সালানপুরের মানুষ। সেখানে চিত্তরঞ্জনের গণসংগ্রাম মঞ্চের নেতা, কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সালানপুরের বিডিও-র কাছে অবিলম্বে রেশন ব্যবস্থায় ব্লকের সব মানুষকে যুক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা নুরুল ইসলাম, শ্রমিক নেতা অলোক ঘোষ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা নির্মল মুখার্জী।

এক ডজন প্রশ্ন

১. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কবে পালিত হয়? কোন সাল থেকে রাষ্ট্রসংঘ এই দিনব পালনের সিদ্ধান্ত নেয়?
২. বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষা করার দাবিতে কবে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়েছিল? কে কে এদিন শহিদের মৃত্যুবরণ করেন?
৩. কবে ইউনেস্কোর সাধারণ সভায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়?
৪. কানাডার ভ্যাকুবার শহরে কোন সংস্থা বসে মাতৃভাষা নিয়ে আলোচনা করেন? এই সংস্থা মাতৃভাষা দিবস পালনের জন্য রাষ্ট্রসংঘের কাছে কবে চিঠি লিখেছিলেন?
৫. রাষ্ট্রসংঘের কাছে পাঠানো চিঠিতে কোন কোন ভাষার পক্ষে কে কে স্বাক্ষর করেন?
৬. ভারতে সরকারি ভাষা ফরাসি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা কবে গণ্য হয়? কে ঘোষণা করেন?
৭. ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা পাওয়ার পর কোন দেশের কী জাতীয় ভাষা হবে বলে সরকারি ভাবে ঘোষিত হয়?
৮. কোন কোন রাজ্য (প্রদেশ) নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়?
৯. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'—কার লেখা কবিতার অংশ?
১০. ১৯৫২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলার শহিদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর কে করেন?
১১. বাংলাদেশের ঢাকায় যে শহিদ মিনারটি তৈরি হয়েছে তার নক্শা কে করেন?
১২. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস দিনটি বাংলাদেশ কোন দিবস হিসাবে পালন করে?

(উত্তর শেষের পাতায়)

শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তৃণমূল হঠাও

অরিন্দম কোঙার

২০১২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি প্রদীপ তা ও কমল গায়েন নিহত হন। তাঁদের খুন করা হয়। খুন করে তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাতকবাহিনী। তা ও গায়েন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং সংগ্রামের ময়দানেই আত্মদান করেন। তাঁরা শহিদ। তাঁরা বীর।

আমাদের চারপাশে যারা শ্রমিক হিসাবে কাজ করে, যাদের কাজের ও রোজগারের কোনো নিশ্চয়তা নেই, যেমন ঠিকা শ্রমিক, ক্যাজুয়াল শ্রমিক, চালকল শ্রমিক, তেলকল শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, রিক্সা-ভ্যান চালক, আই সি ডি এস কর্মী, দোকান কর্মচারী প্রভৃতিকে সংগঠিত করার জন্য প্রদীপ তা সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ করতেন। প্রদীপ তা ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রে।

কমল গায়েন বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা থেকে বর্ধমান জেলায় এসেছিলেন রুটি-রুজির সন্ধানে, কিন্তু যে কাজে ক্রমশ যুক্ত হয়ে গেলেন, তা হচ্ছে কৃষক-ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার কাজ। হয়ে উঠলেন কৃষক নেতা। গ্রামীণ গরিব মানুষের জীবনবোধ, সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তিনি লোকশিল্পীদেরও সংগঠিত করতেন।

প্রদীপ তা ও কমল গায়েন শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে কাজ করতেন মূলত পার্টির বর্ধমান সদর এলাকায় ও সেই সঙ্গে জেলায় এবং মাঠে-ময়দানে নেমে শ্রমিক-কৃষকের ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন, যা বিপ্লবী শক্তির বিকাশ ঘটাতে অনিবার্য শর্ত। প্রদীপ তা ও কমল গায়েনকে যখন খুন করা হয়, তখন তাঁরা প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন ২০১২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট সফল করার জন্য। ধর্মঘট সফল হয়। কেবল তাই নয়, ২০১৩ সালের ২০-২১ ফেব্রুয়ারি দু'দিন ব্যাপী সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়, সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট সফল হয় ২০১৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর। এইসব ধর্মঘট শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে, নয়া-উদারীকরণ নীতির বিরুদ্ধে।

সাম্রাজ্যবাদ ঝাঁপিয়ে পড়ছে এক দেশ থেকে আর এক দেশে। বেঁধে ফেলতে চাইছে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বাঁধনে। আমাদের মতো দেশে নয়া-উদারীকরণ নীতিকে আরও তাড়াতাড়ি কার্যকরী করা হচ্ছে। ব্যাঙ্ক, বীমা, রেল, প্রতিরক্ষা, খুচরো ব্যবসা—কোনো কিছুই বাদ যাচ্ছে না বিদেশি বিনিয়োগ থেকে। তাতেও বিশ্ব পুঁজিবাদের সঙ্কট কাটছে না। সাম্রাজ্যবাদী খবরদারিতে পশ্চিম এশিয়ায়, উত্তর আফ্রিকায় মারামারি চলছে, রক্তারক্তি হচ্ছে আর ধর্মীয় জেহাদে সন্ত্রাসবাদীরা নিরীহ মানুষকে মারছে, নিজেরা মরছে, আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে। হাজার হাজার মানুষ ভিটে-মাটি ছাড়া হচ্ছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইউরোপে পাড়ি দিচ্ছে, সাগরে ডুবে মরছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের গুরুত্ব যে কতটা, বিশ্ব পরিস্থিতিতে এখন সেটা অনেকের অনুভূত হচ্ছে।

কিন্তু অনুভূত হলেই তো হবে না, তাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। এখন কী আমাদের দেশ, কী বিশ্ব পরিস্থিতি 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' শ্লোগানের সর্বজনীনতা বেশি বেশি তুলে ধরছে। প্রদীপ তা ও কমল গায়েন এ-সব বুঝতেন এবং শ্রমজীবী মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন। লালঝাণ্ডা, কাস্তে-হাতুড়ি, ইনকিলাব-জিন্দাবাদ, দুনিয়ার মজদুর এক হও—শব্দগুলোর তাৎপর্য, ব্যাপকতা ও গভীরতা তাঁরা শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতেন। এক কথায় তাঁরা শ্রমজীবী মানুষকে শ্রেণি সচেতন করে তুলতে চাইতেন।

শ্রেণি শত্রুদের আক্রমণ সব সময়েই থাকে। অর্থ, অস্ত্র, প্রচার মাধ্যম, মতাদর্শ, রাষ্ট্রযন্ত্র—শোষক/শাসক শ্রেণি এইসব ব্যবহার করে শোষিত মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্য, বিপ্লবী শক্তিকে খতম করার জন্য। সেইজন্যই তো প্রদীপ তা, কমল গায়েনকে খুন। তৃণমূল কংগ্রেস, বি জে পি হচ্ছে শোষক শ্রেণির সবচেয়ে হিংস্র দলগুলোর অন্যতম। তৃণমূল কংগ্রেসে একজনই সর্বেসর্বা, একজনই 'অনুপ্রেরণা' আর তাঁর চারিদিকে আছে লুম্পেন বাহিনী যারা তোলাবাজি করে, খুনোখারাবি করে, আবার টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে নিজেরা মারামারি করে, খুনোখুনি করে। তৃণমূল কংগ্রেসের কাজকর্মে ফ্যাসিবাদী চরিত্র আছে। আর বি জে পি? আদ্যন্ত সাম্প্রদায়িক একটা দল যাকে চালাচ্ছে ফ্যাসিবাদী মনোভাবাপন্ন আর এস এস-এর মতো সংগঠন। আর এস এস যে কতটা ভয়ঙ্কর, তা খানিকটা বোঝা যাচ্ছে, দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬) ঘটনাবলী থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভাপতির গায়ে আর এস এস 'দেশদ্রোহী'-র ছাপ দিয়ে দিল, তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে গ্রেপ্তার করা হলো, আদালত চত্বরে তাঁর উপরে এবং সেই সঙ্গে আইনজীবী, সাংবাদিক, ছাত্র-ছাত্রীদের উপর হামলা করলো আর এস এস। কোন্ আর এস এস? যে সংগঠন মহাত্মা গান্ধির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এবং গান্ধিজির হত্যাকারীর জন্য গর্ব করে। তৃণমূল কংগ্রেস শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে আর বি জে পি শিক্ষা ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকারের পুলিশ বাহনী হামলাকারীদের আড়াল করে হামলায় ক্ষতিগ্রস্থদের অভিযুক্ত করতে যেমন তৎপর, তেমনই সক্রিয় কেন্দ্রীয় বি জে পি সরকারের পুলিশ বাহিনী দিল্লিতে। কী তৃণমূল কংগ্রেস, কী বি জে পি—উভয়ের কাছ থেকেই আমাদের দেশের সাংবিধানিক কাঠামো আক্রান্ত।

সুতরাং দাবি উঠেছে—তৃণমূল হঠাও, রাজ্য বাঁচাও। বি জে পি হঠাও, দেশ বাঁচাও। এই দাবি গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের দাবি, এ দাবি ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের দাবি। ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাতে হবে। ২০১১ সালের নির্বাচনে যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁদেরও একটা বড় অংশের আকাঙ্ক্ষা তাই। এই দাবিকে, এই আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব তো বামপন্থীদের, সি পি আই(এম) কর্মীদের। ২০১৬ সালে প্রদীপ তা ও কমল গায়েনকে স্মরণ করার সময় এই দিকটা বিবেচনায় রাখতেই হবে।

শহিদ স্মরণে আমরা শ্লোগান দিই—'শহিদ তোমায় ভুলছি না, ভুলব না।' 'শহিদ তোমার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবই, করবো' ইত্যাদি। এইসব শ্লোগানে আবেগ আছে, অঙ্গীকার আছে। এই আবেগ, এই অঙ্গীকার যথার্থ। কিন্তু দিন যায়, মাস যায়—এই আবেগ, এই অঙ্গীকার সাধারণভাবে ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়। এটা কাম্য নয়, আবার এটা অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু যেটা অস্বাভাবিক, সেটা হচ্ছে ন্যূনতম দায়িত্ব পালনে অনীহা, অনিচ্ছা, অক্ষমতা। প্রদীপ তা ও কমল গায়েন যখন শহিদ হন তখন (ডিসেম্বর, ২০১১) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি(মার্কসবাদী)-র সভ্যসংখ্যা ছিল বর্ধমান জেলায় ২১,২৫৩, তার মধ্যে বর্ধমান সদরে (যেখানে তা ও গায়েন মূলত কাজ করতেন) ৯৮৪ জন। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরের হিসাবে সেই সভ্য জেলায় দাঁড়ায় ১৮,১৩০ জন, বর্ধমান সদরে ৭৫৩ জন। মূলত নিষ্ক্রিয়তার কারণে সভ্যপদ খারিজ হয়ে যায় ২০১১ সালে জেলায় ৮.১৪ শতাংশ, সদরে ৬.৩৫ শতাংশ। ২০১৫ সালে জেলায় ১০.০০ শতাংশ, সদরে ১১.২২ শতাংশ। এর থেকে বোঝা যায় যে শ্রমিক শ্রেণির একটা বিপ্লবী পার্টির সভ্যের মান যা অভিপ্রেত, সে তুলনায় সাধারণভাবে দুর্বল।

যদিও পার্টির কাজকর্ম চলছে এবং আক্রমণের মধ্যেই চলছে। গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে নতুন পার্টিসভ্যও হচ্ছেন। মিথ্যা মামলা, জেল, ঘরছাড়া, হামলার মধ্যেই গণআন্দোলন গড়ে উঠছে। তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে প্রদীপ তা ও কমল গায়েনের আগে বর্ধমান জেলায় শহিদ হন ৮ জন গণআন্দোলনের কর্মী ও সমর্থক, শহিদ তা ও শহিদ গায়েনের পরে ৯ জন। অর্থাৎ ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ১৯ জন। এইসব শহিদদের মধ্যে আছেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপ সরকার। শহিদদের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে, শহিদদের স্মরণে সংগ্রামের ক্ষেত্রও তেমনি প্রসারিত করতে না পারলে শহিদদের যথাযথভাবে স্মরণ করতে পারা যাবে না। সংগ্রামের সেই ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে তৃণমূল কংগ্রেসকে হঠানোর সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বি জে পি-কে হঠানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

অন্য সংস্কৃতি

রক্তে রাঙানো ইতিহাস

অরুণ মজুমদার

একদা এই ভূখণ্ড গৌরদেশ নামেই অভিহিত হত। প্রায় ৩ হাজার বছর আগে থেকে হিন্দুপুরাণে বঙ্গদেশ নামে যে ভূখণ্ডটির উল্লেখ আছে তার সীমানা দ্বারভাঙা থেকে আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

নানা পথ পরিক্রমা করে প্রথমে বাংলাদেশ এবং পরবর্তীকালে বাংলাভাষা জাতিসত্তার ভূমিকায় উন্নীত হয়। ১৭৭৮ সালে বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত নাথানিয়েল হ্যালহেড তাঁর গ্রামার অব দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রন্থে তুলে ধরেন 'বাংলাভাষার শব্দগৌরব অসীম। বাংলা ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি যে-কোন বিষয় রচিত হতে পারে।'

ভারতের সাধারণ ভাষা কী হবে তা নিয়ে চাপান উতোর চলছে অনেকাল ধরেই। ১৯২০ সালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বাংলাকে ভারতের সাধারণ ভাষা করার সপক্ষে একটি সভা হয়। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলাভাষার সপক্ষে জোর সওয়াল করেন। কংগ্রেস ছিল হিন্দির পক্ষে আর মুসলমানরা ছিলেন উর্দুর পক্ষে। ১৯০০ সালেই মধ্যপ্রদেশ তথা যুক্ত প্রদেশে উর্দু বর্ণমালার পরিবর্তে দেবনগরী বর্ণমালা প্রবর্তিত হয়। মুসলমান সমাজে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। দক্ষিণ ভারত হিন্দির বিরুদ্ধে ছিল কারণ হিন্দি বিজয়ীদের ভাষা। রামায়নের নায়ক রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্য জয় করেছিলেন বলেই।

অবশেষে ১৯৪৭ সালে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করল। ভারত এবং পাকিস্তান। পাকিস্তান পূর্ব এবং পশ্চিম এই দুই অংশে অবস্থিত। বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ পড়ল পাকিস্তানে। এবার শুরু হল রাষ্ট্রভাষা নিয়ে লড়াই। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ আলি জিন্নাহ ঢাকায় এসে ছাত্রদের সামনে ঘোষণা করলেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। গর্জে উঠলো সারা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ। মাত্র ৭.২ শতাংশ মানুষ পাকিস্তানে উর্দুভাষী আর ৫৪.৬ শতাংশ মানুষ বাংলাভাষী। জিন্নাহ সাহেব খাটি সাহেব ছিলেন বাস্তবটা জানতেন না। বিয়ে করেছিলেন একজন পার্সী মেয়েকে। ইসলামী আদব কায়দাও তাঁর জানা ছিল না।

গর্জে উঠলো সারা পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গণ পরিষদে ভাষার প্রশ্নে সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষার পক্ষে জোর সওয়াল করেন। তাঁর ভাষণও ভাষা আন্দোলনের অন্যতম চালিকাশক্তি। ১৯৫২ সালে ৩০ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিনের উর্দুর পক্ষে বক্তব্যে বিস্ফোরিত হয় গোটা পূর্ব পাকিস্তানে। ১১ ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশে ছাত্র ধর্মঘট। তখন গণপরিষদের সভা চলছে। ছাত্ররা ২১ ফেব্রুয়ারি মিছিল করে ডেপুটেশন দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০ তারিখই সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নেয় (ইতিমধ্যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়ে গেছে।) ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তারা এগিয়ে যাবে। কিন্তু হাজার হাজার ছাত্র-জনতার মিছিলের তরঙ্গ সে নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই জমায়েত হয় আজকের শহিদমিনার প্রাঙ্গণে। এখানেই ছিল মেডিক্যাল ছাত্রাবাস। পাকিস্তানের পুলিশের নির্মম গুলি চালনায় প্রথম শহিদ রফিক এখানেই লুটিয়ে পড়েন। তারপর জব্বর, বরকত, সালাম এবার আরো কয়েকজন নাম না জানা শহিদ। তারপর বিশ্ব তোলপাড় করা এক ইতিহাস।

২১ ফেব্রুয়ারি রাত্রেই মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী রচনা করেন শহিদদের নিয়ে—

আজ আমি শোকে বিহ্বল নই,
আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই,
আজ আমি রক্তের গৌরবে অভিষিক্ত।..
যারা আমার অসংখ্য ভাইবোনকে
হত্যা করেছে,
যারা আমার হাজার বছরের
ঐতিহ্যময় ভাষায় অভ্যস্ত
মাতৃ সম্বোধনকে কেড়ে নিতে গিয়ে
আমার এইসব ভাইবোনদেরকে
হত্যা করেছে
আমি তাদের ফাঁসির দাবি
নিয়ে এসেছি।...

একুশের বহমানতাই জন্ম দিয়েছে আজকের বাংলাদেশের। হিংস্র দানবের সাথে প্রতিনিয়তই লড়াই করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় যে সব রাজাকার বাংলাদ্রোহী ত্রিশ লক্ষ ছাত্র যুবক কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছিল, অসংখ্য মা-বোনকে লাঞ্ছিত করেছিল আজকের হাসিনা সরকার আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করে তাদের নির্দেশমত সেই নরপিশাচদের ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। এটা একটা ঐতিহাসিক কাজ। এ সাহস খুব কম দেশই দেখাতে পারে।

এখনো বাংলাদেশ ধর্মান্ধদের হুমকির মুখোমুখি। শাহবাগ প্রজন্ম চত্তরের ক'বছর ধরে চলা আন্দোলন মৌলবাদীদের ভীত করে তুলেছে। এরা মুক্ত চিন্তায় শরিক ব্লগারদের হত্যা করছে নির্মমভাবে। গত এক বছরে ১২/১৩ জন বুদ্ধিজীবী ব্লগার নির্মম ভাবে খুন হয়েছেন ঢাকার রাজপথে।

এখনো প্রাসঙ্গিক আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর অমর আহ্বান, একুশের কবিতার আহ্বানের শেষ কটি পংক্তি—

আমার শহিদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্তশক্তি
হাটেমাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে
আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।।

তুমি ইওলো রোজটা নাও

পঙ্কজ পাঠক

বাংলাভাষা কেমনভাবে বেঁচে থাকবে? তা কি কেবল মুখের ভাষা হয়ে? একটি মার্কিন সংস্থা ইংরেজিতে কথাবার্তা বলা অভ্যেস করানোর জন্য দেশব্যাপী শহরকেন্দ্রিক ছোট ছোট সংগঠন তৈরি করেছে। নানা স্তরের সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা আছে। এখন ইংরেজি ভাষার সাম্রাজ্য বিস্তার এশিয়া মহাদেশে নবরূপে শুরু হয়েছে।

ছেলেমেয়েদের ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর জন্য হালফিল অভিভাবকরা পাগলপারা। স্কুল যেরকমই হোক, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ইংরেজি পড়ানোর মান খারাপ হলেও ক্ষতি নেই, তবুতো সন্তান ইংরেজি পড়বে! টাই-সু পরে স্কুলে যাবে। আর তাই পাড়ায় পাড়ায় ইংরেজি মাধ্যম স্কুল গজিয়ে উঠছে। ওষুধের কিংবা গুড়ের ব্যবসাদার টাকার জোড়ে ইংরেজি স্কুল খুলছে সুনিশ্চিত আয়ের জন্য। স্কুলের মালিক হলেই অতীতের সমস্ত দাগ মুছে গণ্যমান্য হয়ে যাওয়া যায় খুব সহজেই। বড় কারণ হয় যখন দেখি প্রচুর টাকাপয়সা খরচ করা সত্ত্বেও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের বহু ছাত্র-ছাত্রী না পারে ইংরেজিতে কথা বলতে, না পারে ঠিকমতো লিখতে।

মনে পড়ছে বঙ্কিমচন্দ্রকে, তিনি রমেশচন্দ্র দত্তকে বলেছিলেন বাংলায় লিখতে, নিজেও ইংরেজিতে 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ' উপন্যাস লিখতে লিখতে মাঝপথে বন্ধ করে বাংলায় উপন্যাস লিখেছেন। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন তিনি বাংলার থেকে ইংরেজিতে বেশি সচ্ছন্দ। হবেনই বা না কেন! পড়েছেন বাঘা বাঘা ইংরেজ পণ্ডিতদের কাছে, প্রথম হুগলি কলেজে পরে প্রেসিডেন্সিতে। ঊনিশশতকের দু-একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যে একজন বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ইউরোপের ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাভাষার নতুন রূপ দিয়েছেন।

ইংরেজি মাধ্যম নিয়ে বাড়বাড়ির আগে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যাঁরা বাংলাভাষাকে অবহেলা করেননি তাঁরা বাংলাও জানতেন ইংরেজিও জানতেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যেমন বাংলা লিখেছেন তেমন ইংরেজি লিখেছেন। সাংসদে তাঁর অনবদ্য বক্তৃতা আজও মানুষ স্মরণ করে। অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্র ইংরেজি ও বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। আমরা ওঁর লেখা পড়ে আপ্লুত ও ঋদ্ধ হই।

ইংরেজি স্কুলে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের বাবা মায়েরা গর্ব বোধ করেন ছেলেরা বাংলাটা ঠিক জানেনা বলে। বাংলাটা যেন কুলি কামিনের ভাষা। কিছুদিন আগে পুলিশ-লাইন বাজারে ফুলের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, শুনলাম একটি ছোট্ট ছেলেকে তার মা বলছে, তুমি ইওলো রোজটা নাও। হলুদ গোলাপ শব্দদুটো ছেলেটা বোধ হয় এ জীবনে জানবে না। আমি নিজে দেখেছি ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র বাহান্ন বললে বোঝে না, ফিফটি-টু বলতে হয়। এইসব ঘটনাপ্রবাহে মনে আশঙ্কা জাগে। যেভাবে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রতি মোহ তাতে বাংলা বোধ হয় উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতে পড়বে না।

ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে বাংলা কিংবা হিন্দি দ্বিতীয় ভাষা। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা অতিকষ্টে বাংলা পড়ে নাম্বার পাওয়ার জন্য। অনেকেই যারা হিন্দি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে নেয় তারা বাংলা প্রায় কিছুই জানে না। এখানে বাংলাভাষাকে অবহেলা করা মানুষের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তার উদাহরণ পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

বছর আসে বছর যায়, আমরা ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষাদিবস পালন করি। অথচ বাংলাভাষাকে শিক্ষার অঙ্গনে গুরুত্বহীন করার প্রয়াস নিয়ে তেমন ভাবিনা। তবু বাংলাদেশ বাংলাভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার উজ্জ্বল দ্বীপ। ওরা পারছে আমরা কেন পারব না?

সেন্‌সরশিপ

সুকমল ঘোষ

কবিদের ইদানীয় ভয় পাচ্ছেন কাগজওয়ালারা;
পাতায় যদি আটকে থাকে ছিটেফোঁটা রক্তছবি!

বৃষ্টি হলেই আতঙ্কে ভুগছে মেঘ;
জলের ওপর যদি ভেসে ওঠে ধর্ষণের প্রতিচ্ছবি!!

মাতৃভাষা

সৌম্য দত্ত

গাছের পাতারা জানে, নদীটির
যাবতীয় শোক ...
শোক আর কতকাল পাথরের
বুকের ভিতরে,
ভিতরে তৃষ্ণার জল—অক্ষরবৃত্তের
মতো ঝরে
ঝরে রক্ত নদীটির, বুক থেকে
উচ্চারিত শ্লোক—
উচ্চারিত শ্লোক যেন মাতৃভাষা
গাছের পাতার,
পাতার সমূহলিপি, চরাচরে দৃপ্ত
বেঁচে থাকা।।

২১ ফেব্রুয়ারি

মলয় রায়

মায়ের ফোটানো
এক হাঁড়ি ভাতে
প্রবল ছত্রখান।
২১ ফেব্রুয়ারি
ঢাকা; কলকাতা
চাটগাঁ, নাটোর, বর্ধমান।

আমার-বোল, মিঠে বোল

কাকলি ঘোষ

যে ভাষায় কথা বলে ঘোমটার বউরা
যে কোলে ভাব জমায় গাঙশালিকেরা,
সে মিঠে বোল—তিস্তার
ভাওয়াইয়া দুঁয়ে
মিশে যেতে চায় ভাটিয়ালির সুরে,
পদ্মায়-গঙ্গায়-মেঘনায়।
এ বোল চায় সূর্যশিখার অস্তিত্ব,
আপন নির্যাস হতে উচ্চারিত
প্রতিরোধের কণ্ঠ।।
ও আমার বাংলা ভাষা—
তোমার কোলে গন্ধ পাই
রণশাল ধানের, বলাকার ডানার—
নয়ত বা বিদ্রোহীর বেদুইনের।
মন চায় পাড়ি দিতে
দিপুখান তিন দাঁড়ের দেশে,
মন চায় শুধু তোমার কোলে বিশ্বজুড়ে
মিতালীর রাখি বাঁধতে।।
রেশম মুতোয় বেঁধে নিতে,
সব বোল, সব ভাষায় কণ্ঠকে।

একদিন

শেখ জয়নাল আবেদীন

আমার মায়ের দান
একুশের বিজয় পতাকা
তিনশো চৌষট্টি দিন
ঊর্ধে ভাসে অপার মহিমা
সালাম জব্বর মুখ বরকত
একদিন আঁকা
এপাড়-ওপাড় বাংলা
ভুলে যায় আপনার সীমা।

বাংলা ভাষার শহিদদের জন্য

একুশের গান

সলিল ভট্টাচার্য

একুশ আমার বুকের ভেতর
টগবগিয়ে ছোটে,
একুশ আমার ফিরিয়ে দিল
স্বপ্নমেদুর দিন,
একুশ দিনে শঙ্কবিহীন রুদ্রপলাশ ফোটে,
একুশ মানে মায়ের
ভাষায় বিশ্ব-প্রদক্ষিণ।

ফেব্রুয়ারির একুশ আনে অগ্নিবীণার গান,
একুশ জাগায়
স্বাধীনতার ভাবনা-নিরঙ্কুশ,
রক্তে ধোয়া শীতলপাটি
ময়নামতীর বান,
বুকের ভেতর উথালপাথাল
ধূমাবতীর তূঁষ।

একুশ আমার
জ্যোৎস্নারাতের বাসক-স্বয়ম্বরা,
একুশ আমার সুজনসভা
রফিক সালাম ভাই,
বরকতেরা ভাসিয়ে দিল
অবিশ্বাসের চড়া,
দুই বাংলার এক ভাষাতে
শত্রু-মুখে ছাই।

বাহান্নতে লাল টুকটুকে
একুশে ফেব্রুয়ারি
পলাশরেণুর সোহাগ ভরা
ভাগীরথীর টানে,
বুড়িগঙ্গা পদ্মা দিল তেপান্তরে পাড়ি,
তোর মোহনায় থাকবো
জেগে আঁধারজয়ের গানে।

একুশ আমার তিলোত্তমা,
একুশ আমার মা,
উঠোন জুড়ে রক্তকাজল
বাংলামায়ের পা।

মাতৃভাষার অক্ষরে

বিকাশ বিশ্বাস

মাতৃজঠরেই বাড়তে থাকে
ভ্রূণেতে মায়ের টান
আমৃত্যু তাই শুনি যেন
মাতৃভাষার গান।

পাখির কুজন নদীর কলতান
যে ভাষায় শুনি নিত্য
শাণিত অস্ত্র মাতৃভাষা
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য।

স্বপ্ন-আশা অনুরাগ উচ্ছাসে
যে ভাষায় কথা বলি
অমলিন তার মূর্তি আঁকি
হাতে নিয়ে রং তুলি।

আজীবন লড়াই-এর শপথ নিই তাই
মাতৃভাষার অক্ষরে
স্নেহ-প্রেম প্রীতিতে বাঁচাবো
বাংলা ভাষার অক্ষরে।

কবিতার ভালোবাসা

রথীন পার্থ মণ্ডল

অক্ষরের ভালোবাসা পেয়ে
আকাশ হতে পারি
কখনো পাখি হয়ে
নীল আকাশে ডানা মেলে
উড়ে যেতে পারি

কবিতা, তোমার পরশে বেজে
ওঠে বাউল একতারা
কবিতায় ভালোবাসা
পেতে পারি জীবনে
কলমিলতা আর বাবলাতলায়।

সেলাম —বীর ভাষা সৈনিক

আবদুস সবুর

শীতকাল বিদায় নিয়েছে এ বছরের মতো। বিদায়ী শীতের বেলায় লাল পলাশের কুঁড়ি যখন একের পর এক রঙ মাখাতে শুরু করেছে গাছের ডালে ডালে, তখনই আমাদের চেতনায় মননে জেগে উঠতে শুরু করে ইতিহাসের রক্ত ঝরানো জবানবন্দি। সেই রক্তমাখা একুশে ফেব্রুয়ারি আবার ফিরে আসতেই আমরা জেগে উঠি দৃপ্ত তেজে। সবাই একই সঙ্গে সজোরে গান ধরি, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। আর গাছের ডালে ডালে রক্ত পলাশ, কৃষ্ণচূড়া হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে সবাইকে যারা আমাদের বাংলা ভাষার বিশ্বজয়ের সেই দুরন্ত কাহিনী জানতে উৎসুক। ভাষা শহিদদের আত্মবলিদানের কাহিনীর পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা রোমাঞ্চ তখন সদম্ভে বিকশিত হতে থাকে। এদিনের সূর্যের রঙ যেন অনেক বেশি লাল। নদীর জলে সেই রক্ত আভা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। পাখিরা যখন ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায় তখন মনে হয় ওরা বুঝি জয়গান গাইছে আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষার। সেই জয়গান ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে দেশ-বিদেশে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। জয়গান চলে পৃথিবীর প্রতিটি ভাষার জন্যেই। আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা যখন অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে নিমজ্জিত হয়েছিল, বিদেশি অত্যাচারী অস্ত্রের আঘাত যখন জাতি সত্তাকে আঘাত করতে উদ্যত, তখনই বীর ভাষা সৈনিক সালাম, রফিক, বরকতেরা তাদের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও ঢেলে দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষা-বাংলাকে গর্বের আসনে বসিয়ে গিয়েছিল। শোণিতধারার লালে আরও উজ্জ্বল হয় সেই বিজয়গাথা। কিন্তু আজ আবারও আমাদের ভাষা-ঐতিহ্য সংস্কৃতির উপর নেমে আসছে আঘাত। আমাদের কৃষ্টি আবারও তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছে বিদেশি অপসংস্কৃতির চাতুর্যে। সেই আঘাত প্রতিহত করে স্বর্ণিল আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা এই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা—এই ভাষা দিবসে। গর্বিত বুকে চলো গেয়ে উঠি বিজয়ের গান, চলো দেই কবিতার সুর, কান পেতে শুনি বাউল ভাটিয়ালির তান। মন ভরে উঠুক দৃপ্ত বিশ্বাসে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ের সাইটে পরীক্ষার ফল বদল ঘন্টায়-ঘন্টায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২০ ফেব্রুয়ারি : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে পরীক্ষার ফল ঘন্টায় ঘন্টায় রদবদল হচ্ছে। ভুলে ভরা এই রেজাল্টে ছাত্র-ছাত্রীরা বিপাকে পড়েছে। হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর এই রেজাল্ট তালিকায় রোল নম্বরও দেখা যাচ্ছে না। তাঁরা পাশ না ফেল, কিছুই বোধগম্য নয়।

১৯ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে যে ফল প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে ১৬ হাজার ৭০৯ জন পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশিত হয়। কিন্তু এক ঘন্টার ব্যাবধানে তা তুলে নেবার পর আজ সকালে যে ফল প্রকাশ করা হয় তাতে ১৫ হাজার ৯২০ জন ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল দেওয়া হয়েছে। তা হলে বাকি ছাত্র-ছাত্রীদের রেজাল্ট কি হল? এই দু দিনের ফলাফলের বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অযোগ্য অপাদার্থ, শাসকদলের পেটোয়া লোকদের এই ফল প্রকাশের দায়িত্ব দেবার পরই মার্কশিট, অ্যাডমিট কার্ড সবই ভুলে ভর্তি।

আবার ১৮ মার্চ তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার সূচি ঘোষিত হয়েছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলেজে কলেজে ফর্ম ফিলাপের প্রক্রিয়া শুরুই করতে পারেনি। অতএব পূর্বের মতো এক্ষেত্রেও অ্যাডমিট কার্ডে ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। রেজাল্ট কেলেঙ্কারি নিয়ে সরব হয়েছে এস.এফ.আই। এস.এফ.আই- এর জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর দে বলেন, ২৩ ফেব্রুয়ারি বেলা ১২টা নাগাদ মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখানো হবে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০০ সাল থেকে; ২। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, রফিকউদ্দিন আহমেদ (ছাত্র, মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজ), শফিউর রহমান (ঢাকা হাইকোর্টের কর্মী), আবদুস সামাদ (ব্যাঙ্ক কর্মী), সালাহ্উদ্দিন, আবদুল জব্বর ও আবদুল বরকত (ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র); ৩। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর; ৪। মাদার ল্যাঙগুয়েজ লাভাব অব দ্য ওয়াল্ড, ১৯৯৮ সালের ২৯ মার্চ; ৫। অ্যালবার্ট ভিনজন ও কারমেন ক্রিস্টোবাল (ফিলিপিনো ভাষা), জেমন মরিণ ও মুসান হজিনস (ইংরেজি ভাষা), ডঃ কেলভিন চাও (ক্যান্টোনিস ভাষা), সারিণ ইসলাম (কুচ্চি ভাষা), করুনা যোশী (হিন্দি ভাষা) এবং রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সামাদ (বাংলা ভাষা); ৬। ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ, লর্ড বেন্টিঙ্ক; ৭। ভারতের সরকারি ভাষা হিন্দি, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে উর্দু; ৮। পূর্ব বাংলা (বাংলা ভাগ করে) পশ্চিম পাঞ্জাব (পাঞ্জাব ভাগ করে), সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ এবং বালুচিস্তান প্রদেশ; ৯। কবি গফ্ফার চৌধুরী; ১০। শহিদ সফিউর রহমানের পিতা; ১১। প্রখ্যাত শিল্পী হামিদুর রহমান; ১২। জাতীয় ভাষা শহিদ দিবস।

শহিদ স্মরণে যুবদের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন বর্ধমান শহর জোনাল কমিটির উদ্যোগে বর্ধমান শহরে শাহেদুল্লাহ বিজয় ভবনে শহিদ প্রদীপ তা-কমল গায়েন ও ভাষা দিবসের শহিদদের স্মরণে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবির উদ্বোধন করেন, সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আইনুল হক। শিবিরে ১৫৮ জন রক্তদান করেন।

রমেন্দ্রনাথ দাঁ স্মরণে আজ কালনা শহরে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের শহর লোকাল কমিটির উদ্যোগে শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী। শিবিরে তিন জন মহিলা সহ ৩৩ জন যুবক-যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

ডি ওয়াই এফ আই পূর্বস্থলী-১ লোকাল কমিটির উদ্যোগে সমুদ্রগড় রেলবাজারে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক পরেশ মণ্ডল। ১০ জন মহিলা সহ মোট ৮০ জন রক্তদান করেন।

গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাটোয়া : বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য কাটোয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের মধ্যে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস' প্রিলিমিনারীতে পরীক্ষা সংক্রান্ত একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে। পাঁচদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবির সহযোগি ছিল 'কাটোয়া মহকুমা কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র'। ১৫ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন কাটোয়া মহকুমার কর্ম বিনিয়োগ আধিকারিক ভিক্টর রায়। চারদিনে ২০টি পৃথক ক্লাস নেন কলেজের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা।

সাতগেছিয়ায় শ্রমজীবী কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : সি পি আই(এম)-এর মেমারি-২ পূর্ব ও মেমারি-২ পশ্চিম লোকাল কমিটির উদ্যোগে সাতগেছিয়া জোনাল অফিসের সভাকক্ষে একটি কর্মশালা হয়। সভাপতিত্ব করেন বলাই মুর্মু। বক্তব্য রাখেন অশেষ কোঙার। ২১০জন শ্রমজীবী মানুষ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। ১৫ জন শ্রমজীবী মানুষ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সি পি আই(এম)-এর বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার বলেন, সাড়ে চার বছরে তৃণমূলের রাজত্বে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন শ্রমজীবী মানুষ। কৃষিকাজ কমছে কারণ আলু পোতা, তোলার জন্য মেশিন ব্যবহার হচ্ছে। সবই মমতা ব্যানার্জীর ভুল নীতির ফলে। গণতন্ত্রপ্রিয় সর্বস্তরের মানুষকে সংগঠিত করে এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

মূল্য : ৫০০ টাকা

সমবায়রত্ন

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

'সমবায় ও মানব সভ্যতা'

প্রকাশিত হয়েছে

পাওয়া যাবে—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ও নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তরে।

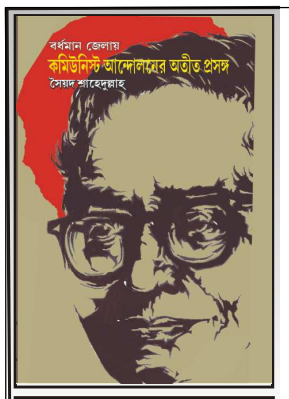

মূল্য : ৩০০ টাকা

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত

'বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ'

(দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়েছে

পাওয়া যাচ্ছে 'নতুন চিঠি' পত্রিকা দপ্তর, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, বর্ধমান, দুর্গাপুর ও অন্যত্র।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়

সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন

হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস

(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)

কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।

যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ

M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

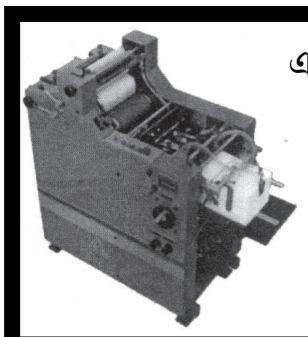

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

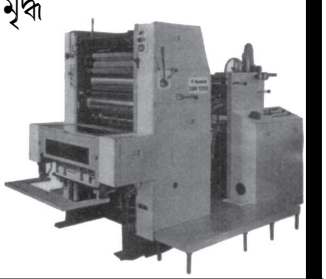

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা